প্রথম আলো

তারিখ ... ১১ OCT 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ১০ ... কলাম ... ৫ ...

শিক্ষা খাতে ব্যয় বাড়াতে হবে

যুদ্ধ ব্যয়

PROJECT SYNDICATE
A WORLD OF IDEAS

জেফরি ডি স্যাকস

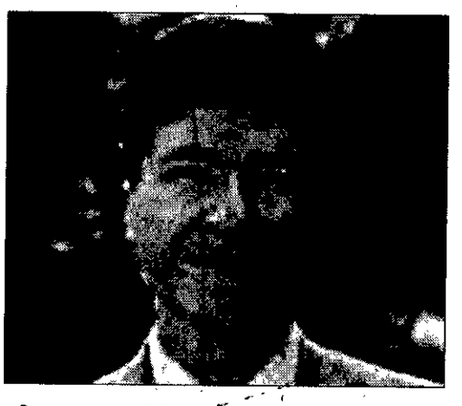

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে খরচের খাত বদলাতে হবে। তাকে যেটা করতে হবে তা হলো যুদ্ধ বাবদ ব্যয় কমিয়ে শিক্ষা খাতে ব্যয় বাড়াতে হবে। সিআইএর নেতৃত্বে দেশে দেশে সরকার পরিবর্তন না করে শিক্ষার বৈশ্বিক তহবিলে টাকা দিতে হবে। এখনো বিশ্বের কোটি কোটি শিশু স্কুলে যায় না। অথবা স্কুলে গেলেও সেখানকার শিক্ষকের মান ভালো নয় বা ক্লাসে ছাত্রসংখ্যা বেশি, যেখানে না আছে বিদ্যুৎ, না আছে কম্পিউটার। ফলে বিশ্বের অনেক জায়গাতেই ব্যাপক অস্থিতিশীলতা, বেকারত্ব ও দারিদ্র্য সৃষ্টি হতে যাচ্ছে। কথা হচ্ছে একুশ শতকে পৃথিবী সেই দেশগুলোরই নিয়ন্ত্রণে থাকবে, যারা তাদের শিশুদের যথাযথভাবে শিক্ষিত করতে পারবে, যার মাধ্যমে তারা বৈশ্বিক অর্থনীতিতে উৎপাদনশীলতার সঙ্গে অংশগ্রহণ করবে।

বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক ব্যয় ও বৈশ্বিক শিক্ষা খাতের ব্যয়ের ভারসাম্যহীনতা অত্যন্ত ব্যাপক, সামরিক খাতে তারা বছরে প্রায় ৯০০ বিলিয়ন ডলার ব্যয় করে আর শিক্ষা খাতে করে ১ বিলিয়ন। সামরিক ব্যয়ের মাথাপিছু খাত এ রকম: পেন্টাগন বাবদ ৬০০ বিলিয়ন ডলার, সিআইএসহ অন্যান্য সংস্থা বাবদ প্রায় ৬০ বিলিয়ন, হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বাবদ প্রায় ৫০ বিলিয়ন, পেন্টাগনবহির্ভূত পারমাণবিক অস্ত্র বাবদ প্রায় ৩০ বিলিয়ন ও বর্ষীয়ানদের বাবদ প্রায় ১৬০ বিলিয়ন ডলার।

মার্কিন রাজনীতিক ও নীতিপ্রণেতারা কি সুস্থ মস্তিষ্কে এটা বিশ্বাস করতে পারবেন যে বৈশ্বিক শিক্ষা খাতের চেয়ে সামরিক খাতে ৯০০ গুণ বেশি ব্যয় করে যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা ঠিকঠাক রাখা হচ্ছে? তবে এটা ঠিক, যুক্তরাষ্ট্র একাই এ কাজ করে না। সৌদি আরব, ইরান, ইসরায়েলসহ সবাই মধ্যপ্রাচ্যে অস্ত্র প্রতিযোগিতা বাড়ানোর জন্য বিপুল অর্থ ব্যয় করছে, যেখানে যুক্তরাষ্ট্র হচ্ছে সবচেয়ে বড় অর্থদাতা ও অস্ত্র সরবরাহকারী। ওদিকে চীন ও রাশিয়াও সামরিক ব্যয় বাড়াচ্ছে। আমরা এমন এক সময়ে নতুন এক অস্ত্র প্রতিযোগিতা দেখছি, যখন পৃথিবীতে শিক্ষা ও টেকসই উন্নয়নের মধ্যে শান্তিপূর্ণ প্রতিযোগিতা হওয়া উচিত ছিল।

ইউনেসকো ও সাবেক ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী গর্ডন ব্রাউনের নেতৃত্বাধীন ইন্টারন্যাশনাল কমিশন অন ফিন্যান্সিং গ্লোবাল এডুকেশনসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিবেদনে দেখানো হয়েছে, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা খাতে বৈশ্বিক উন্নয়নসহায়তার পরিমাণ ৪ বিলিয়ন ডলার থেকে বাড়িয়ে ৪০ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করা প্রয়োজন। এ পরিপ্রেক্ষিতে যুক্তরাষ্ট্রসহ অন্য ধনী দেশগুলোর বৈশ্বিক শিক্ষা তহবিল গড়ে তোলার চেষ্টা করা উচিত, যেটা সামরিক খাত থেকে সরিয়ে আনা যেতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্রের সম্ভাব্য প্রেসিডেন্ট হিলারি ক্লিনটন যদি সত্যিই শান্তি ও টেকসই উন্নয়নে বিশ্বাস করেন, তাহলে এই তহবিল গড়ে তোলার জন্য তাঁর আগ্রহের কথা জানান দেওয়া উচিত। তাঁর উচিত হবে চীনসহ অন্যান্য দেশকেও এই বহুপক্ষীয় উদ্যোগে আমন্ত্রণ জানানো। এই তহবিল ছাড়া গরিব দেশগুলো শিশুদের শিক্ষা দিতে পারবে না। গরিব দেশগুলোতে শিশুদের শিক্ষার জন্য মাথাপিছু ২৫০ ডলার ব্যয় করতে হয়। কিন্তু নিম্ন আয়ের দেশগুলো গড়ে মাথাপিছু ৯০ ডলার ব্যয় করতে পারে। ২৪ কোটি স্কুলগামী শিশুর জন্য এটা সত্য। এই ঘাটতির পরিমাণ বছরে ৪০ বিলিয়ন ডলার।

শিক্ষায় এই বাজেট ঘাটতির ফলাফল খুবই দুঃখজনক। শিশুরা পড়া ও লেখার মৌলিক জ্ঞানটুকু অর্জনের আগেই স্কুল ছাড়তে বাধ্য হয়। এই ঝরে পড়া শিশুরা কখনো গুন্ডা হয়, আবার কখনো মাদক ব্যবসায়ী ও জিহাদিদের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। আর মেয়েদের অল্প বয়সেই বিয়ে হয়ে যায়, তাদের সন্তানও হয় অল্প বয়সে। এদের সন্তানও হয় বেশি। আর এই দরিদ্র ও অল্প শিক্ষিত মায়ের সন্তানদের দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র থেকে বেরোনোর সুযোগও এক রকম থাকে না বললেই চলে।

মানসম্মত শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের কর্মসংস্থান নিশ্চিত করতে না পারার কারণে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি হয়। ফলস্বরূপ যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের দেশগুলোতে মানুষের অভিবাসনের হার বেড়ে যায়, তার সঙ্গে দারিদ্র্যজনিত নানা অপরাধ ও জাতিগত সংঘাতও বেড়ে যায়।

আবার সাহায্য-সহযোগিতার সমালোচকেরা যুক্তি দেন, শিক্ষা খাতে তহবিল বরাদ্দ দেওয়া হলে তা এমনি এমনি নষ্ট হবে। রোগনিয়ন্ত্রণের জন্য আমি ২০০০ সালে যখন জনস্বাস্থ্যের বরাদ্দ বাড়ানোর কথা বলেছিলাম, তখনো সমালোচকেরা একই কথা বলেছিলেন। কিন্তু আজ ১৬ বছর পর তার ফলাফল পাওয়া যাচ্ছে—রোগের প্রকোপ কমেছে।

শিক্ষার এই দশা ঘোচাতে হলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ অন্য দেশগুলোকে একটি নতুন তহবিল গড়ে তুলতে হবে। এরপর নিম্ন আয়ের দেশগুলোকে প্রস্তাব পেশ করার কথা বলতে হবে। একটি বিশেষজ্ঞ ও অরাজনৈতিক কমিটি গঠন করতে হবে, যাদের কাজ হবে এসব প্রস্তাব খুঁটিয়ে দেখা।

সেই ২০০০ সাল থেকে যুক্তরাষ্ট্রসহ অন্য দেশগুলো অস্ত্র কেনা ও যুদ্ধ বাবদ ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন ডলার ব্যয় করেছে। সময় এসেছে আমাদের এখন মানবিক, বোধগম্য ও পেশাদার নতুন মনোভাব নিতে হবে, যাতে শিক্ষা খাতে বিনিয়োগ বাড়িয়ে যুদ্ধ, অভ্যুত্থান ও অস্ত্র ক্রয় বাবদ খরচ কমানো সম্ভব হয়। সে লক্ষ্যে তরুণদের শিক্ষিত করাটাই সবচেয়ে নিরাপদ পথ। টেকসই উন্নয়নের পথ।

স্বত্ব: প্রজেক্ট সিন্ডিকেট, অনুবাদ: প্রতীক বর্ধন।

● **জেফরি ডি স্যাকস: কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের টেকসই উন্নয়নের অধ্যাপক।**